শিখনসহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে কমিউনিটির উদ্যোগ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দময় শিক্ষার প্রয়োগ

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি) ৩-এ ৪টি কম্পোনেন্ট ও ৬টি ফোকাস এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। কম্পোনেন্ট ১-এর মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে, শিক্ষণ ও শিখন (টিচিং এন্ড লার্নিং)। এর আওতাভুক্ত মূল কার্যাবলি হচ্ছে কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিক্ষা এবং প্রতিটি শিশুই যাতে শিখতে পারে সমানভাবে।

কম্পোনেন্ট ২-এর আওতায় গহীত কার্যক্রমে প্রধান প্রণিধানযোগ্য বিষয় হিসেবে বলা হয়েছে 'শিক্ষায় শিশুর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকরণ'। কিন্তু এ দুটি বিষয়ের মূল চ্যালেঞ্জ হলো বিদ্যালয়ে শিখনসহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি। বিভিন্ন মূল্যায়ন ও গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, অধিকাংশ বিদ্যালয়ের শিখন-শেখানো পদ্ধতি একমুখী এবং খুবই গতানুগতিক। ফলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাবিমুখ হয়ে পড়ে এবং এক সময়ে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে। বিদ্যালয়ে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি প্রবর্তন এবং শিক্ষার আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব না হলে শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত মান উন্নয়ন সম্ভব নয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ বলা হয়েছে, মুখস্থবিদ্যার পরিবর্তে বিকশিত চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী হয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রতি স্তরে মানসম্পন্ন প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা। এজন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর যথাযথ বিকাশের অনুকূল, আনন্দময় ও সৃজনশীল পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সেটি অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় বেশকিছু কর্ম-উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো বিদ্যালয়ে কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিক্ষা চালু করা এবং বিদ্যালয়ে শিখনসহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা। 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের শিখন-শেখানো কম্পোনেন্টের আওতায় ৮টি জেলার ৩২টি ইউনিয়নে কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিক্ষণ ও শিখন বিষয়ক ৬৪ ব্যাচ ওরিয়েন্টেশন আয়োজন করা হয়েছিল। একই সঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য আয়োজন করা হয় বিদ্যালয় পরিদর্শন কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের আওতায় ৩২টি ইউনিয়নের শিক্ষক, এসএমসি সদস্য ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা শিবরাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ দেশের নামকরা স্কুলসমূহ পরিদর্শন করেন। এসব পরিদর্শন থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজ নিজ বিদ্যালয়ের মান উন্নয়নে তারা সকলে একটি কর্মপরিকল্পনাও প্রণয়ন করেন। এছাড়া কর্মএলাকার বিদ্যালয়গুলোতে আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ প্রতিটি ইউনিয়নে শিক্ষামেলার আয়োজন করা হয়। এতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে।

উপর্যুক্ত ওরিয়েন্টেশন এবং পরিদর্শন কার্যক্রমের অংশগ্রহণকারীরা বিদ্যালয়ের মান উন্নয়ন, বিশেষ করে প্রতিটি শিশুর শিখন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে ছিল বিদ্যালয়ে নিয়মিত এসেম্বলি করা, পাঠদান কার্যক্রমে বিভিন্ন পদ্ধতি ও উপকরণ ব্যবহার করা, শিক্ষার্থীদের দলীয়ভাবে কাজের সুযোগ তৈরি করা, শিক্ষার্থীদের হাতেকলমে কাজ করানো, শ্রেণিকক্ষে আসন বিন্যাসের পরিবর্তন ও দলগত শিখনচর্চা করানো, বিদ্যালয়ে পাঠাগার ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনা, শিক্ষার্থীদের দ্বারা শ্রেণিকক্ষ সুসজ্জিত করা, বিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের কাজ প্রদর্শন, বাগান তৈরি করা, দেয়ালিকা প্রকাশ করা, নিয়মিত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম আয়োজন করা ইত্যাদি।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গণসাক্ষরতা অভিযান কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুকূল শিখন পরিবেশ সৃষ্টি বিষয়ে একটি ফলোআপ কর্মশালা আয়োজন করেছে। 'প্রত্যাশা' প্রকল্প এলাকার ৩২টি ইউনিয়নে ৩২ ব্যাচে এ ফলোআপ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালায় প্রতিটি ইউনিয়নে গঠিত কমিউনিটি

এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক-অভিভাবক কমিটির সদস্য, ইউনিয়ন এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এসব কর্মশালায় মোট ১,১৮৫ জন প্রতিনিধি এবং এর মধ্যে ৪১০ জন নারী অংশগ্রহণ করেন।

৩২টি ফলোআপ কর্মশালার রিপোর্ট এবং কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা এবং কিছু বিদ্যালয় সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে দেখা যায়, অধিকাংশ বিদ্যালয়ে উল্লিখিত বিষয়গুলো কম-বেশি চালু আছে। বিদ্যালয়ে শিখনসহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ১৬টি সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের ভিত্তিতে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি ফলাফল যাচাই করা হয়। ৪৮৭টি বিদ্যালয়ে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কর্তৃক গৃহীত নানাবিধ উদ্যোগ ও এর মাধ্যমে অর্জিত ফলাফল নিচে উল্লেখ করা হলো।

দৈনন্দিন এসেম্বলি কার্যক্রম

শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক ও নেতৃত্ব বিকাশের জন্য দৈনন্দিন এসেম্বলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কার্যক্রম। কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিক্ষণ-শিখন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন এবং শিখনসহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি বিষয়ক ফলোআপ কর্মশালায় এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ফলে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এ বিষয়ে সোচ্চার হয়েছে। ৪৮৭টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১২৪টি বিদ্যালয়ে সমস্ত নিয়ম অনুসরণ করে আদর্শভাবে এসেম্বলি পরিচালিত হচ্ছে। ২২৮টি বিদ্যালয় এই কাজটি খুব ভালোভাবে, ৭২টি বিদ্যালয় ভালোভাবে এবং ৮টি বিদ্যালয় এই কাজটি মোটামুটিভাবে পরিচালনা করছে।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের কাজের নমুনা প্রদর্শন

শিশুর কাছে বিদ্যালয় হবে আনন্দময়। বিদ্যালয়ের সঙ্গে শিশুদের আত্মিক সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য শিশুদের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কাজের অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবি, হাতে তৈরি বিভিন্ন জিনিস দিয়ে শ্রেণিকক্ষ সুসজ্জিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ৪৮৭টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৬৪টি বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষগুলোতে শিক্ষার্থীদের কাজ চমৎকারভাবে প্রদর্শন করা হচ্ছে। ১৬৮টি বিদ্যালয়ে খুব ভালোভাবে এই কাজটি করা হচ্ছে এবং ২১০টি বিদ্যালয়ে ভালোভাবে এই কাজটি করা হচ্ছে। বাকি ২৭টি বিদ্যালয়ে এখনো এ বিষয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

শিক্ষার্থীদের দলগত আসনবিন্যাস ও শিখনচর্চা

আমাদের দেশে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা সারিবদ্ধভাবে বসে এবং সারা বছর তারা একই জায়গায় বসে। এছাড়াও ভালো শিক্ষার্থীরা সামনের সারিতে বসে এবং দুর্বল শিক্ষার্থীদের সাধারণত পিছনের সারিতে বসার একটি প্রবণতা রয়েছে। এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য 'প্রত্যাশা' প্রকল্প এলাকার বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের দলগত আসনবিন্যাস ও শিখনচর্চার উদ্যোগ নেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের উন্নয়ন, পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা, নেতৃত্বের মনোভাব সৃষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য মাঝে-মধ্যেই আসনবিন্যাসের পরিবর্তন আনা বিশেষভাবে প্রয়োজন। ৪৮৭টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৮৫টি বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত আসনবিন্যাসের পরিবর্তন আনা হয়েছে। ১০৫টি বিদ্যালয়ে কিছু কিছু শ্রেণিতে আসনবিন্যাসের পরিবর্তন আনা হয়েছে।

কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনা

শিখনকে সহজ, বোধগম্য, আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক করার জন্য পাঠদানে বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বর্তমানে বিদ্যালয়গুলোতে কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করে পাঠ পরিচালিত হচ্ছে। ৫৭টি বিদ্যালয় সন্তোষজনকভাবে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে পাঠ পরিচালনা করছে। ২১৩টি বিদ্যালয় খুব ভালো, ১৭৩টি বিদ্যালয় ভালো এবং ৪৪টি বিদ্যালয় মোটামুটিভাবে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে পাঠ পরিচালনা করছে। এক্ষেত্রে দলীয় শিখন পদ্ধতি, প্রজেক্ট পদ্ধতি, প্রদর্শন পদ্ধতি, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি, মস্তিষ্কের ঝড়, মুক্ত আলোচনা, হাতেকলমে শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠ পরিচালনা করা হচ্ছে।

উপকরণ ব্যবহার করে পাঠ পরিচালনা

পাঠ পরিচালনায় উপকরণের ব্যবহার পাঠকে সহজ, আকর্ষণীয় ও বোধগম্য করে। কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিক্ষণ-শিখন ওরিয়েন্টেশনে শিক্ষকরা যাতে উপকরণ ব্যবহার করে পাঠ পরিচালনা করেন সেজন্য উপকরণ তৈরির কৌশল, ব্যবহার ও সংগ্রহের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছিল। বিভিন্ন পর্যালোচনার মাধ্যমে দেখা যায়, এখন অধিকাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পাঠ পরিচালনায় উপকরণ ব্যবহার করছেন। ৪৮৭টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৭৯টি বিদ্যালয়ে সন্তোষজনকভাবে বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে পাঠ পরিচালনা করছে। ২০৭টি বিদ্যালয় খুব ভালো, ১৬৪টি বিদ্যালয় ভালো এবং ৩৭টি বিদ্যালয় মোটামুটিভাবে বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে পাঠ পরিচালনা করছে।

শিক্ষার্থীদের হাতেকলমে কাজ করানো

পাঠকে সহজ, আকর্ষণীয় ও বোধগম্য করা শিক্ষকের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার মূল বিষয় হলো, যে কোনো কাজের মাধ্যমে বা কাজ করতে করতে শিক্ষার্থীরা শিখবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা রোল প্লে, ছবি আঁকা, খেলা অনুশীলন, কোনো কিছু তৈরি করা ইত্যাদি কৌশল অবলম্বন করে শিখে থাকে। বর্তমানে ৯৬টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা নিজ হাতে কোনো না কোনো কিছু তৈরি করে, যা শিক্ষা উপকরণ হিসেবেও ব্যবহার করা হচ্ছে। ১৭২টি বিদ্যালয়ে খুব ভালো, ১৬৭টি বিদ্যালয়ে ভালো, ৫২টি বিদ্যালয়ে এই কাজটি মোটামুটিভাবে সম্পাদিত হচ্ছে।

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন

শিশুদের কাছে বিদ্যালয় হবে আনন্দময়। কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিখন-শেখানো ওরিয়েন্টেশন এবং শিখনসহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি বিষয়ক ফলোআপ কর্মশালায় এই বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়। 'প্রত্যাশা' প্রকল্প এলাকার বিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়ার পাশাপাশি

এরপর ৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে অভিভাবক, এসএমসি ও কমিউনিটির সম্মিলিত উদ্যোগ

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন ও বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণ, এসএমসি ও অভিভাবক গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন। সরকারের পাশাপাশি এসএমসি ও অভিভাবক যদি বিদ্যালয়ের প্রতি তাদের দায়-দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে তবে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন তরান্বিত করা সম্ভব। এই ধারণাকে সামনে রেখে গণসাক্ষরতা অভিযান 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের কর্মএলাকায় সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের এসএমসি, অভিভাবক ও স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে 'প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে এসএমসি এবং অভিভাবকদের ভূমিকা' বিষয়ক ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করে। ৩২টি ইউনিয়নে ৬৪ ব্যাচ ওরিয়েন্টেশনে ৪১০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসি, অভিভাবক, শিক্ষক, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, ইউনিয়ন শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রতিনিধিসহ মোট ২,৫১৪ জন অংশগ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্যে পুরুষ ১,৬৪১ জন ও নারী ৮৭৩ জন।

ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণের পর অংশগ্রহণকারীরা বিদ্যালয়ের উন্নয়নে সক্রিয় হয়েছে কিনা কিংবা কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কিনা এ বিষয়টি চিহ্নিত করার জন্য গণসাক্ষরতা অভিযানের পক্ষ থেকে একটি প্রশ্নপত্র বিদ্যালয়ভিত্তিক অংশগ্রহণকারীদের কাছে প্রেরণ করা হয়। এর মধ্যে ২২০টি বিদ্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট এসএমসি সদস্য, অভিভাবক ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা প্রশ্নপত্র পূরণ করে অভিযানে প্রেরণ করেন। প্রশ্নপত্রগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, উত্তরদাতার ৯৪.১ শতাংশ অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়ের উন্নয়নে বিভিন্ন কাজ করছেন। তাদের গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল:

- শ্রেণিকক্ষ সজ্জিত করা ও পাঠদান পদ্ধতি উন্নয়নে সহায়তা করা,
- উপকরণ তৈরি ও ব্যবহারে শিক্ষকদের উদ্বুদ্ধ ও বাগান তৈরি করা,
- সঠিকভাবে দৈনিক সমাবেশ পরিচালনায় সহযোগিতা করা,
- বিদ্যালয়ে শতভাগ ভর্তি, উপস্থিতি ও পোশাক নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা,
- বিভিন্ন সভা-সমাবেশে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এসএমসি সদস্য ও অভিভাবকদের সহায়তা করা,
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সময়মতো বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া নিশ্চিত করা ইত্যাদি।

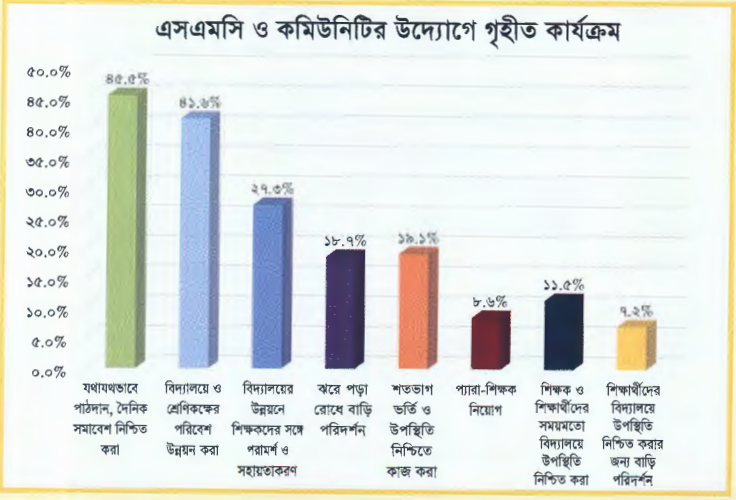

ওরিয়েন্টেশনে বিদ্যালয়ভিত্তিক একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিল। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৯৪.১ শতাংশ সেই কর্মপরিকল্পনা নিজ বিদ্যালয়ে বাস্তবায়ন করেছেন। যে-সব কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো:

- দৈনিক সমাবেশ ও যথাযথভাবে পাঠদান নিশ্চিত করা,
- বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ উন্নয়ন করা,
- বিদ্যালয়ের উন্নয়নে শিক্ষকদের সঙ্গে পরামর্শ ও সহায়তাকরণ,
- ঝরে পড়া রোধে বাড়ি পরিদর্শন,
- শতভাগ ভর্তি ও উপস্থিতি নিশ্চিত করা,
- প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ,
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সময়মতো উপস্থিতি নিশ্চিত করা,
- শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য বাড়ি পরিদর্শন।

অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের মধ্যে ৯৫.৫ শতাংশ অংশগ্রহণকারী (এসএমসি ও অভিভাবক) বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভা, যেমন- এসএমসি সভা, অভিভাবক সমাবেশ ও মা সমাবেশে উপস্থিত হয়েছেন ও বিদ্যালয়ের উন্নয়নে তাদের মতামত প্রকাশ করেছেন।

প্রায় ৭৬.৬৯ শতাংশ এসএমসি সদস্য বর্তমানে নিয়মিত সভায় উপস্থিত থাকেন এবং ৫২.৩৮ শতাংশ অভিভাবক সবসময় ও ৪১.৯০ শতাংশ অভিভাবক মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ের অভিভাবক সমাবেশে উপস্থিত থাকেন। ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণ করার ফলে প্রায় সকল অংশগ্রহণকারীর কোনো না কোনোভাবে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে ৪৫% অংশগ্রহণকারীর খুব বেশি, ৩৫ শতাংশ অংশগ্রহণকারীর বেশি এবং ১৯.১ শতাংশ অংশগ্রহণকারীর মোটামুটিভাবে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির তিনটি কারণ চিহ্নিত করেছেন। সেগুলো হলো:

- অংশগ্রহণকারীরা মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা ও সার্বিকভাবে শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছেন,
- এসএমসি, বিদ্যালয়সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কমিটি ও অভিভাবকরা নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন,
- শিক্ষার উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলেই জনঅংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পেরেছেন।

ওরিয়েন্টেশনের অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল শিশুর মেধাবিকাশ ও শিশুর যত্নে অভিভাবকদের ভূমিকা বিষয়ক আলোচনা। এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করে অভিভাবকরা সন্তানের জন্য এমন কিছু দায়িত্ব পালন করেছেন, যে দায়িত্বগুলো অতীতে তারা কম পালন করতেন বা কখনো পালন করতেন না। যেমন:

- বাড়িতে এবং বিদ্যালয়ে সন্তানের নিয়মিত লেখাপড়া ও খাবারের খোঁজখবর নেওয়া;
- লেখাপড়া, সন্তানের কোনো সমস্যা বা অন্যান্য বিষয়ে সন্তানদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করা এবং সমাধানের চেষ্টা করা;
- সন্তানের প্রতি যত্নবান হওয়ার পাশাপাশি বাড়িতে শিক্ষার জন্য আনন্দদায়ক ও উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং শিশুর জন্য খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা;
- সন্তানকে নিয়মিত বিদ্যালয়ে পাঠানো, পাঠদান ও পোশাক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।

ওরিয়েন্টেশনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা হয়, তা হলো সমাপনী পরীক্ষায় পাস করে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে এসএমসি ও অভিভাবকদের করণীয়। ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণ করে ৮১.৮% শতাংশ অংশগ্রহণকারী কোনো না কোনোভাবে শিক্ষার পরবর্তী স্তরে শিক্ষার্থীদের ভর্তি হতে সহায়তা করেছেন। কেউ শিক্ষার্থীদের ভর্তির ব্যবস্থার পাশাপাশি উপকরণ ক্রয় করে দিয়েছেন, কেউবা অভিভাবককের বাড়ি পরিদর্শন করেছেন, কেউবা স্থানীয় প্রশাসন ও অভিভাকদের সঙ্গে এ বিষয়ে মতবিনিময় করেছেন, কেউ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারণা চালিয়েছেন।

পরিশেষে বলা যায়, অংশগ্রহণকারীরা এই ওরিয়েন্টেশন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রায় সকলেই কোনো না কোনোভাবে বিদ্যালয়ের উন্নয়নে কাজ করছেন। অংশগ্রহণকারীরা মনে করেন, সকল এসএমসি সদস্য ও অভিভাবককে এই ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা উচিত। অংশগ্রহণকারীদের ৯৪.৫% শতাংশই অভিমত ব্যক্ত করেন, ভবিষ্যতে এই ধরনের ওরিয়েন্টেশন সকল এসএমসি সদস্য ও অভিভাবকদের প্রদান করা হলে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব হবে।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সাল থেকে গণসাক্ষরতা অভিযান প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষার মান উন্নয়নে বাংলাদেশে শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া ৮টি জেলার ৩২টি ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠনপূর্বক 'প্রত্যাশা' প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষার দৃশ্যমান পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

মোঃ মেহেদী হাসান

শিশুর মেধাবিকাশ ও শিশুর যত্নে অভিভাবকদের গৃহীত কার্যক্রম

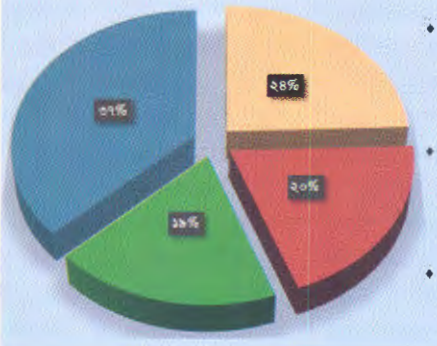

- বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে সন্তানের নিয়মিত লেখাপড়া ও খাবারের খোঁজখবর নেওয়া।
- লেখাপড়া, সন্তানের কোনো সমস্যা বা অন্যান্য বিষয়ে সন্তানদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করা এবং সমাধানের চেষ্টা করা।
- সন্তানের প্রতি যত্নবান হওয়ার পাশাপাশি বাড়িতে শিক্ষার জন্য আনন্দদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং শিশুর জন্য খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা।
- সন্তানকে নিয়মিত বিদ্যালয়ে পাঠানো, পাঠদান ও পোশাক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।

পৃষ্ঠা ২-এর পর

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দময় শিক্ষার প্রয়োগ

নিয়মিত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়ে থাকে। ফলোআপ কর্মশালার তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ৪৮৭টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১১৩টি বিদ্যালয়ে এই কার্যক্রমটি চমৎকারভাবে সম্পাদিত হচ্ছে, ২১৮টি বিদ্যালয়ে খুব ভালো, ১৩৫টি বিদ্যালয়ে ভালো এবং ২১টি বিদ্যালয়ে মোটামুটিভাবে সম্পাদিত হচ্ছে।

দেয়ালিকা প্রকাশ করা

শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিক্ষণ-শিক্ষণ পদ্ধতি বিষয়ক ওরিয়েন্টেশনে নানা ধরনের কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। এর মধ্যে শিক্ষার্থীদের রচিত কবিতা, গল্প, কৌতুক দিয়ে দেয়ালিকা প্রকাশ অন্যতম। বর্তমানে ৪৭৮টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৪৫টি বিদ্যালয় নির্ধারিত মান বজায় রেখে এই দেয়ালিকা প্রকাশ করছে। ১২৪টি বিদ্যালয় খুব ভালো, ১৭৭টি ভালো এবং ১৪১টি বিদ্যালয় মোটামুটি মান বজায় রেখে এটি প্রকাশ করছে।

পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনা

দেশের প্রায় সব বিদ্যালয়ে পাঠাগার ব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে। কিন্তু বিদ্যালয়ের এসব পাঠাগারের ব্যবস্থাপনা খুবই গতানুগতিক। এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম এলাকায় পাঠাগার ব্যবস্থাপনায় কিছু ব্যতিক্রম উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ফলোআপ কর্মশালার তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ৪৮৭টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ২০টি বিদ্যালয়ে এই কার্যক্রমটি চমৎকারভাবে সম্পাদিত হচ্ছে, ৯৪টি বিদ্যালয়ে খুব ভালো, ১৭১টি বিদ্যালয়ে ভালো এবং ২০২টি বিদ্যালয়ে মোটামুটিভাবে সম্পাদিত হচ্ছে।

রিডিং কর্নার তৈরি

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ বিষয়ক কর্মশালার ফাইন্ডিংস অনুযায়ী দেখা গেছে, বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষার্থী সাবলীলভাবে দ্রুততার সঙ্গে পড়তে পারে না। এ সমস্যার সমাধানকল্পে শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রিডিং কর্নার তৈরি এবং পাঠ্যবইয়ের বাইরে অন্যান্য বই পড়ার অভ্যাস তৈরি ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। শিক্ষার্থীরা যাতে স্বনির্ভর পাঠক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে তার জন্য রিডিং কর্নার তৈরির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। ৪৮৭টি বিদ্যালয়ের তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা গেছে, ২১টি বিদ্যালয়ে এই কাজটি যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়েছে। ৭৭টি বিদ্যালয়ে খুব ভালো, ১৯৪টি বিদ্যালয়ে ভালো এবং ১৯৫টি বিদ্যালয়ে মোটামুটিভাবে রিডিং কর্নার তৈরি করা হয়েছে।

উপস্থিত বক্তৃতা, বিতর্ক, রচনা প্রতিযোগিতা

শিক্ষার্থীদের মেধা ও সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য বিদ্যালয়ে উপস্থিত বক্তৃতা, বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতা, গল্প বলা, ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি এবং সৃজনশীল লেখা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ৪৮৭টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫৯টি বিদ্যালয়ে এসব কাজ চমৎকারভাবে, ১৮১টি বিদ্যালয়ে খুব ভালোভাবে, ২০১টি বিদ্যালয়ে ভালোভাবে, ৪৬টি বিদ্যালয়ে মোটামুটিভাবে সম্পাদিত হচ্ছে।

শিক্ষামেলা, বিজ্ঞানমেলা, বৃক্ষমেলার আয়োজন করা

যে কোনো মেলা শিশুদের আকৃষ্ট করে। মেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেলে শিশুরা প্রাণবন্ত ও উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। বিদ্যালয়ের সঙ্গে শিশুদের আত্মিক বন্ধন তৈরির জন্য বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে আয়োজন করা হয়ে থাকে বিভিন্ন ধরনের মেলা। এর মধ্যে শিক্ষামেলা অন্যতম। বর্তমানে ৬৩টি বিদ্যালয়েই এ কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়েছে। ১৭৪টি বিদ্যালয়ে এই বিষয়টি খুব ভালো, ১২৭টি বিদ্যালয়ে ভালো এবং ১২৩টি বিদ্যালয়ে মোটামুটিভাবে সম্পাদিত হয়েছে।

এছাড়াও 'প্রত্যাশা' প্রকল্প এলাকার বিদ্যালয়গুলোতে শিখন উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে মনীষীদের ছবি, বাণী ও অন্যান্য উপকরণ দিয়ে শ্রেণিকক্ষ সাজানো, জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন, শিক্ষার্থীদের দেশাত্মবোধক গান শেখানো, বিদ্যালয়ে বাগান তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির জন্য আয়োজন করা হয়েছে বইপড়া উৎসব।

জামিল মুস্তাক

নেত্রকোনায় 'প্রত্যাশা' প্রকল্প কার্যক্রমের অর্জন ও সাফল্য

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব কোনে গারো পাহাড়ের পাদদেশে হাওর অধ্যুষিত জনপদ নেত্রকোনা। এ জেলায় সাক্ষরতার হার মাত্র শতকরা ৩৯ ভাগ, যা জাতীয় হারের চেয়েও অনেক কম। ডিএফআইডি'র সহায়তায় সোসিও-ইকোনমিক এন্ড রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট এসোসিয়েশন (সেরা) গণসাক্ষরতা অভিযানের সঙ্গে যৌথভাবে 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় নেত্রকোনায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সকলের জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।

গণসাক্ষরতা অভিযান শিক্ষা ও সাক্ষরতার ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে এমন ছয়টি জেলার ছয়টি ইউনিয়নে ২০০৯ সালে পরীক্ষামূলকভাবে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। নির্বাচিত ছয়টি ইউনিয়নে এই কার্যক্রম গ্রহণের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন সূচকে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যায় বিধায় ২০১৩ সালে দেশের আটটি জেলার বত্রিশটি ইউনিয়নে এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় সেরা নেত্রকোনার দুর্গাপুর ও পূর্বধলা উপজেলায় বিরিশিরি, দুর্গাপুর, আগিয়া ও হোগলা ইউনিয়নে কাজ করছে।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও কৌশল

সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে প্রতিনিধি, ইউপি শিক্ষা স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য, শিক্ষক, এসএমসি ও পিটিএ'র সদস্য, সাংবাদিক, এনজিও প্রতিনিধি, আদিবাসী নেতা, ধর্মীয় নেতাসহ স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গকে অন্তর্ভুক্ত করে ২১ সদস্যবিশিষ্ট কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠন করা হয়। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে এডভোকেসি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংগঠন হিসেবে সেরা এ প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়কের ভূমিকা পালন করছে।

ফলাফল বা অর্জনসমূহ

- কর্মএলাকার ৯০ ভাগ মানুষ প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন হয়েছে।
- কমিউনিটির সহযোগিতায় বিদ্যালয়ে প্যারা-টিচার নিয়োগ করা হয়েছে।
- প্রায় শতভাগ বিদ্যালয়ে অভিযোগ বাক্স স্থাপন ও ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে।
- কর্মএলাকার ৫৪টি বিদ্যালয়ে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে ৬০ ভাগ প্রতিনিধির দক্ষতা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ৭০ ভাগ সামাজিক নিরীক্ষা দল সক্রিয় হয়েছে এবং সামাজিক জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- ৭০ ভাগ বিদ্যালয়ে শিক্ষাবান্ধব ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে উঠেছে।
- ৭৫ ভাগ এসএমসি সদস্য সক্রিয় এবং ৬০ ভাগ এসএমসি কার্যকর হয়েছে।
- ৯০ ভাগ মা ও অভিভাবক শিক্ষার্থীর প্রতি যত্নশীল হয়েছেন।
- প্রতিবন্ধীসহ সকল শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত হয়েছে ও বৈষম্য নিরসনের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।
- প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের হার ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।
- কর্মএলাকায় ঝরে পড়ার হার ২০% থেকে ৩%-এ নেমে এসেছে।
- ৫টি বিদ্যালয়ে শিশুদের জন্য শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে।
- স্কুল গমনোপযোগী ছেলে-মেয়ের ভর্তির হার ৯২% থেকে ৯৮%-এ উন্নীত হয়েছে।
- ৮০ ভাগ বিদ্যালয়ে শিক্ষার মানের উন্নয়ন হয়েছে।
- ৮০ ভাগ শিক্ষক দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট ও আন্তরিক হয়েছেন।
- ৩৪টি বিদ্যালয়ে আনন্দদায়ক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতিতে এবং ৩৬টি বিদ্যালয়ে উপকরণের মাধ্যমে পাঠদান নিশ্চিত হয়েছে।
- ১২টি বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট করা হয়েছে।
- ২টি বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে।
- ২০টি বিদ্যালয়ে ফুলের বাগান তৈরি করা হয়েছে।
- প্রায় শতভাগ বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষ সুসজ্জিত করা হয়েছে।
- প্রায় শতভাগ বিদ্যালয়ে নিয়মিত এসেম্বলি, স্কুল ড্রেস নিশ্চিত ও সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম জোরদার হয়েছে।
- সর্বোপরি বলা যায় যে, এসডিজি'র ৪ নং লক্ষ্য মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণে খুবই সহায়ক হয়েছে। কর্মএলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে কমিউনিটির অংশীদারিত্ব সৃষ্টি হয়েছে এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠেছে।

চ্যালেঞ্জ বা সমস্যা

- সমন্বিত পরিকল্পনা না থাকা এবং কর্মী ও বাজেটস্বল্পতা।
- কর্মএলাকা দুর্গম ও দারিদ্র্যপীড়িত।
- এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সদস্যদের মাঝে-মধ্যে স্বেচ্ছাশ্রমের প্রতি অনীহা দেখা দেয়।
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার অভাব।

সুপারিশ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্মএলাকায় অব্যাহত রাখা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

এ. কে. এম. রফিকুল ইসলাম

ভোলায় 'প্রত্যাশা' প্রকল্প: সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত

সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ 'সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা'র লক্ষ্য অর্জনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি ও শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করা কমিউনিটির ভূমিকার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এই ধারণাকে সামনে রেখেই গণসাক্ষরতা অভিযান বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শতভাগ শিশুর ভর্তি নিশ্চিত করা, শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধে তথা প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়ন ও স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা ২০১৩ সাল থেকে ভোলা জেলার সদর উপজেলার চরসামাইয়া ও ভেদুরিয়া ইউনিয়ন, লালমোহন উপজেলার ধলিগৌরনগর ইউনিয়ন ও তজুমদ্দিন উপজেলার চাঁচড়া ইউনিয়নে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

কার্যক্রমের ফলে পরিবর্তনসমূহ

- উপজেলা শিক্ষা স্ট্যান্ডিং কমিটির সঙ্গে সভার ফলে বিদ্যালয় পর্যায়ে পরিদর্শন ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যালয় পর্যায়ে উপজেলা প্রশাসন ও শিক্ষা প্রশাসন থেকে অনুদান বৃদ্ধি পেয়েছে।
- মা সমাবেশে প্রথম দিকে ১০ থেকে ১৫ জনের বেশি মা আসতেন না। এখন মা সমাবেশে ১০০ জনের বেশি উপস্থিত হন। এর ফলে লেখাপড়া বিষয়ে অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- এসএমসি সভা নিয়মিত হয়েছে এবং সদস্যদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে এসএমসি ও অভিভাবকদের ভূমিকা বিষয়ক ধারণা পেয়েছে।
- শিক্ষা কার্যক্রমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পরিবীক্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা বিদ্যালয় পর্যায়ে মনিটরিং করছে। বিদ্যালয় পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আবহ সৃষ্টি হয়েছে।

অর্জনসমূহ

ভোলার কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কর্মএলাকায় ৭৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কিন্ডারগার্টেন, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষালয় ও এবতেদায়ি মাদ্রাসাসহ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার জন্য ১০৫টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ৭৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য কাজ করেছে। এর ফলে 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় বিগত চার বছরে যেসব অর্জন হয়েছে তা হলো:

- ৫টি বিদ্যালয়ে ভৌত অবকাঠামো ও পরিবেশের উন্নয়ন হয়েছে। ভৌত অবকাঠামো ও পরিবেশের উন্নয়নের জন্য স্থানীয় উদ্যোগে পাঁচ লাখ টাকা অনুদান সংগৃহীত হয়েছে। কমিউনিটি অনুদান হিসাবে দুই লাখ সত্তর হাজার টাকা দিয়েছে।
- ৮টি বিদ্যালয়ে আনন্দদায়ক শিখন-শেখানো পদ্ধতিতে এবং ৬৫টিতে শ্রেণিকক্ষে উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠ পরিচালনা করা হচ্ছে।
- ১১টি বিদ্যালয়ে আসনবিন্যাসের পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষার্থীরা দলীয়ভাবে শ্রেণিকক্ষে পাঠ অনুশীলন করছে।
- ৭৯টি বিদ্যালয়ে নিয়মিত দৈনিক সমাবেশ আয়োজন ও জাতীয় সংগীত পরিবেশন নিশ্চিত হয়েছে।
- ৮টি বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ, ১৩টি বিদ্যালয়ে মেরামত ও সংস্কার কাজ সম্পন্ন এবং ১০টি বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে।
- ৩২টি বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতকরণ, মনীষীদের নামে শ্রেণিকক্ষের নামকরণ, দেয়ালে নীতিবাক্য লিখন সম্পন্ন হয়েছে।
- ৪২টি বিদ্যালয়ে চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চসহ বিভিন্ন আসবাবপত্র, ৬৯টি বিদ্যালয়ে টিউবওয়েল স্থাপন ও ৩০টি ফিল্টার, ৪টি বিদ্যালয়ে ফ্যান দেওয়া হয়েছে।
- ৭টি বিদ্যালয়ে ফুলের বাগান তৈরি ও বৃক্ষরোপণ করা এবং ২৫টি বিদ্যালয়ে ফুলের টব দেওয়া হয়েছে।
- ১২টি বিদ্যালয়ে মাঠ ভরাট করা, ১৭টি বিদ্যালয়ে ক্রীড়াসামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।
- বিদ্যালয়ভিত্তিক কমিটিগুলো সক্রিয় হয়েছে ৫৫টি বিদ্যালয়ে।
- মা/অভিভাবক সমাবেশ আয়োজনের ফলে ৬৫টি বিদ্যালয়ের সঙ্গে অভিভাবকদের যোগাযোগ বেড়েছে।
- ৭৩টি বিদ্যালয়ে শতভাগ ভর্তি ও প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় শতভাগ পাস নিশ্চিত হয়েছে ।
- সকল বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী শিশুর ভর্তি, বিদ্যালয়ে গমন নিশ্চিত করা ও বৈষম্য নিরসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- ৩৯টি বিদ্যালয়ে খাতা-কলমসহ শিক্ষাসহায়ক উপকরণ প্রদান করা এবং ৫টি বিদ্যালয়ে প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
- ১৬টি বিদ্যালয়ে ওয়াশ ব্লক নির্মাণ এবং ৭টি বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য সংযোগ রাস্তা মেরামত করা হয়েছে।
- ১৩টি বিদ্যালয়ে শতভাগ স্কুল ড্রেস নিশ্চিত হয়েছে এবং ৯টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের স্কুল ড্রেস প্রদান করা হয়েছে।
- ৫৪টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি এবং শিক্ষকদের সময়মতো উপস্থিতি নিশ্চিত হয়েছে ৭৩টি বিদ্যালয়ে।
- শতকরা ৯৯ ভাগ বিদ্যালয়ে ঝরে পড়া রোধ সম্ভব হয়েছে। আগে ঝরে পড়ার হার ছিল ৮%। এখন ১%-এ নেমে এসেছে।

চ্যালেঞ্জসমূহ

- বিদ্যালয়ভিত্তিক কমিটি গঠনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং যোগ্য লোক নির্বাচিত না হওয়া।
- কমিটির বেশির ভাগ সদস্য অসচেতন ও তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে জানা না থাকা।
- শিক্ষকদের আন্তরিকতার অভাব এবং যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষকের অভাব।
- একজন কর্মীর পক্ষে দুইটি ইউনিয়নে কাজ করার কারণে কাজের গুণগত মান ভালো হচ্ছে না।

সুপারিশসমূহ

- বিদ্যালয়ভিত্তিক কমিটিগুলোকে সক্রিয় করতে কমিটিতে যোগ্য সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।
- তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের পাঠদানের জন্য শিক্ষকদের উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- দক্ষতা উন্নয়নে উন্নত প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করা।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। স্থানীয় কমিউনিটি মনে করে, এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জিত হবে।

হুমায়ুন কবির, হারুন উর রশীদ

গাইবান্ধায় 'প্রত্যাশা' প্রকল্প: সম্ভাবনা ও সাফল্যের হাতছানি

গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা কর্তৃক ২০০৮ সালে গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার মুক্তিনগর ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠন করা হয়। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠনের পূর্বে এ এলাকার শিক্ষার মান ছিল খুবই নাজুক। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এ এলাকার বারোটি বিদ্যালয়ে নিয়মিত যোগাযোগ, শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার জোরদারকরণ ও বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত হয়। এরপর ২০১৩ সালে 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় মুক্তিনগর, সাঘাটা, গজারিয়া ও ফুলছড়ি ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম চালু হয়েছে। এ কর্মএলাকার ৫০টি বিদ্যালয় 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

প্রকল্প এলাকায় পরিবর্তন ও অর্জনসমূহ

গাইবান্ধায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে যে-সকল ইতিবাচক পরিবর্তন ও অর্জন সম্ভব হয়েছে তা তুলে ধরা হলো:

- এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও এসএমসি'র মিটিং নিয়মিত করার ফলে তদারকি বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে শিক্ষকদের নিয়মিত ও সময়মতো উপস্থিতি নিশ্চিত হয়েছে। বর্তমান শিক্ষকের উপস্থিতির হার ৯৭ ভাগ।
- মা ও অভিভাবকরা সচেতন হয়েছেন। ফলে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার ৯৫ ভাগ।
- শিক্ষার্থীদের পাসের হার শতভাগে উন্নীত হয়েছে। পূর্বে এমন বিদ্যালয় ছিল যাদের পাসের হার ছিল শূন্য। কিন্তু কমিউনিটির উদ্যোগ ও নিয়মিত তদারকির ফলে এখন সেখানে পাসের হার শতভাগ। ২০১৬ সালের উপজেলা শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী পাসের হার ৯৮.৪৭%।
- ভর্তির হার শতভাগে উন্নীত হয়েছে। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে বছরের শুরুতেই শিশুদের ভর্তির জন্য মাইকিং করা হয়। এর ফলে সকল অভিভাবক সন্তানদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দেন।
- ঝরে পড়ার হার হ্রাস পেয়েছে ৯৬ ভাগ। ঝরে পড়া রোধের জন্য এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্পেইন করে ও হোম ভিজিট করে। ফলে ঝরে পড়া রোধ হয়েছে।
- এসএমসি সভা নিয়মিত হচ্ছে এবং সদস্যদের উপস্থিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ বিদ্যালয়ে তিন মাস পরপর মিটিং আয়োজন করে। ২০১৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ দুটি উপজেলার চারটি ইউনিয়নে ৬৭১ বার এসএমসি'র সঙ্গে মিটিং করেছে।
- এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মশালায় অংশগ্রহণের ফলে অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা বিদ্যালয়ে নিয়মিত খোঁজখবর করছেন।
- ইউপি শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি সক্রিয় হয়েছে। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ইউপি স্ট্যান্ডিং কমিটির সঙ্গে নিয়মিত মিটিং এবং বিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধানের জন্য লবিং করে। ফলে ইউনিয়ন পরিষদ শিক্ষাক্ষেত্রে সক্রিয় হয়েছে এবং শিক্ষাখাতের বরাদ্দ যথাযথভাবে ব্যবহার হচ্ছে।
- এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের তদারকি ও কমিউনিটির সচেতনতার ফলে বিদ্যালয়ের পাঠদান সময়মতো শুরু এবং শেষ হচ্ছে।
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়মুখী হয়েছে। প্রতিবন্ধী শিশুদের পড়ালেখায় সমান সুযোগ দেওয়ার ব্যাপারে শিক্ষক ও অভিভাবকরা সচেতন হয়েছেন।
- বিদ্যালয়গুলোর স্লিপের টাকা যথাযথভাবে খরচ হচ্ছে এবং সে বিষয়ে কমিটির সকল সদস্য অবগত থাকেন। সামাজিক নিরীক্ষা কমিটির তদারকি বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বিদ্যালয়ে কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিখন-শেখানো পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য শিক্ষকরা পাঠপরিচালনায় উপকরণ ব্যবহার শুরু করেছেন। ২০টি বিদ্যালয়ে পুরোপুরি কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক পদ্ধতিতে পাঠদান চালু হয়েছে এবং বাকি বিদ্যালয়গুলোতে এই পদ্ধতি আংশিকভাবে চালু করা হয়েছে।
- বিদ্যালয়গুলোতে শিশুদের জন্য শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতকরণ করা হয়েছে। মুক্তিনগর ইউনিয়নের সকল বিদ্যালয়ে এবং সাঘাটা ও গজারিয়া ইউনিয়নের কয়েকটি বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ সাজানো হয়েছে।
- দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ওয়াচ গ্রুপের অনেক সদস্য নিজেই ক্লাস পরিচালনা এবং অতিরিক্ত পাঠদানের ব্যবস্থা হাতে নিয়েছেন। পাসের হার শতভাগে উন্নীত হয়েছে।
- বিদ্যালয়ভিত্তিক কমিটিগুলোর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে লবিংয়ের ফলে বিদ্যালয়ে তদারকি বৃদ্ধি পেয়েছে। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ প্রতিবছর শিক্ষা প্রশাসনের কাছে বিদ্যালয়ের সমস্যাসমূহ তুলে ধরে এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষা প্রশাসন থেকে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।
- শিক্ষাক্ষেত্রে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কমিউনিটি প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে।
- কমিউনিটির উদ্যোগে ধনারুহা, খামারধনারুহ ও ফুলছড়ি মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল চালু করা হয়েছে। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম এবং শিক্ষাসফরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে টেংরাকান্দি এম. এ. সবুর দাখিল মাদ্রাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট এ মাদ্রাসায় মিড-ডে মিল চালু করেছেন।
- ৩৬টি বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে দৈনিক সমাবেশ হয়ে থাকে।
- এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম ও তৎপরতার ফলে বিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

চ্যালেঞ্জসমূহ

- বন্যার সময়ে চরাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলো অধিকাংশ সময় বন্ধ থাকায় পাঠদান ব্যহত হয়।
- চরাঞ্চলে শিক্ষা প্রশাসনের তদারকির অভাব।
- যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন থাকায় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা যথাসময়ে উপস্থিত হতে পারে না।

সুপারিশমালা

- প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ করা এবং মেকআপ ক্লাসের ব্যবস্থা করা দরকার।
- বন্যাপরবর্তী সময়ে দ্রুত রাস্তা মেরামত করা দরকার।
- শিক্ষার্থীদের খাল পারাপারের জন্য নৌকার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

রিতি আক্তার

স্বপ্ন দেখায়, শিক্ষার উন্নয়ন ঘটায় 'প্রত্যাশা' প্রকল্প

২০১৩ সাল থেকে 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের মাধ্যমে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের পথ চলা। এ কার্যক্রমের নানা কথা এখন হবিগঞ্জ সদর উপজেলার ৪টি ইউনিয়নের স্থানীয় জনগণের মনে গেঁথে গেছে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ মানে শিক্ষার এক নতুন ধারা, নতুন চিন্তা-চেতনা, যা আমাদের জাগিয়ে তুলেছে। অনেক বাধা অতিক্রম করে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও শিক্ষা প্রশাসনের মাধ্যমে সহযোগিতা পেয়ে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বিদ্যালয়সমূহে এখন শিক্ষার পরিবেশে যেমন পরিবর্তন এসেছে, ঠিক তেমনি সকল কমিটির মধ্যেও পরিবর্তন এসেছে। কমিউনিটির সক্রিয় উদ্যোগের ফলে স্লিপ ও ইউপেপ-এর অর্থের যথাযথ ব্যবহার করা হচ্ছে। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাদিহিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে শিক্ষায় বৈষম্য কমিয়ে আনার যে সাফল্য পরিলক্ষিত হয়েছে তা অনস্বীকার্য।

- ৪৩টি বিদ্যালয়ে মনীষীদের নামে শ্রেণিকক্ষের নামকরণ করা হয়েছে।
- সকল বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ তৈরির উদ্যোগ চালু আছে। এ যাবৎ ১২ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হয়েছে। শিক্ষায় বৈষম্য দূরীকরণ কার্যক্রম সকল বিদ্যালয়ে চালু আছে।
- অভিভাবক ও স্থানীয় কমিউনিটি, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ থেকে অনেকগুলো বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎসংযোগ স্থাপন, বৈদ্যুতিক পাখা, কম্পিউটার, সাউন্ড সিস্টেম প্রদান করা হয়েছে।
- অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের অনুদানে টঙ্গীরঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং এসএমসি ও অভিভাবকদের উদ্যোগে ফকিরাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়েছে।
- হবিগঞ্জের 'দৈনিক তরফ বার্তা' পত্রিকার পক্ষ থেকে ৮টি বিদ্যালয়ে ৪০টি ঝুড়ি ও ২টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের রং পেন্সিল প্রদান করা হয়।
- ২১টি বিদ্যালয়ে সিটিজেন চার্টার প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কার্যক্রমের ফলে অর্জনসমূহ

'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় হবিগঞ্জ সদর উপজেলার তেঘরিয়া, গোপায়া, লস্করপুর, নিজামপুর ইউনিয়নে ৫০টি বিদ্যালয়ে কাজ করে যাচ্ছে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ। এ কার্যক্রমের ফলে যে সকল অর্জন হয়েছে তার চিত্র তুলে ধরা হলো।

- কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দায়ক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে ৩৬টি বিদ্যালয়ে এবং শ্রেণিকক্ষে উপকরণসহ পাঠদান চলছে ৪২টি বিদ্যালয়ে।
- ৪২টি বিদ্যালয়ে দলীয় আসনবিন্যাস ও শিখনচর্চা নিশ্চিত হয়েছে।
- প্রতিটি বিদ্যালয়ে একই সময়ে শরীরচর্চা, শপথগ্রহণ ও জাতীয় সংগীত পরিবেশনসহ জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানানো হয়।
- শিক্ষকের সঙ্গে অভিভাবক ও কমিউনিটির যোগাযোগ বৃদ্ধির ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনিক উপস্থিতি বেড়েছে। সকল বিদ্যালয়ে উপস্থিতি প্রায় ৯৪ ভাগ। ৫০টি বিদ্যালয়েই ঝরে পড়ার হার হ্রাস পেয়েছে।
- ৫০টি বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সময়মতো আসা-যাওয়া করেন।
- ৫০টি বিদ্যালয়েই এসএমসি সক্রিয় হওয়ার ফলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি কার্যকর রয়েছে ৪৫টি বিদ্যালয়ে।
- ৪০টি বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষের ভিতরে মনীষীদের বাণীলিখন ও ছাত্র/ছাত্রীদের আঁকা ছবি প্রদর্শন করা হয়েছে।
- প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করা ছাত্র-ছাত্রীর হার বেড়েছে; ২০১৩ সালে ৯৫%, ২০১৪ সালে ৯৫.৮৮%, ২০১৫ সালে ৯৯%, ২০১৬ সালে ৯৯.৫২%।
- শিশুর কাছে বিদ্যালয়কে আকর্ষণীয় করে তুলতে ১৮টি বিদ্যালয়ে শিশু কর্নার এবং ১২টি বিদ্যালয়ে রিডিং কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।
- ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে খাতা ও কলমসহ শিক্ষাসহায়ক উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।
- ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ ও স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষ থেকে বিদ্যালয়ের নলকূপ স্থাপন ও ফিল্টার দেওয়া হয়েছে।
- ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে বিদ্যালয়ে বেঞ্চ, ডেস্ক, বুকসেলফসহ অন্যান্য আসবাবপত্র প্রদান করা হয়েছে।
- ওয়াচ গ্রুপের প্রচেষ্টায় জেলা প্রশাসকের কোটা থেকে ৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য ৪২ মেট্রিক টন টিআর চাল বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- বিদ্যালয়বিহীন একটি গ্রামে (মজলিশপুর) ওয়াচ গ্রুপের সদস্যের দানকৃত জমিতে সরকারি সহায়তায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের অনুদানে ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে ১৯টি বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি করা হয়েছে।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২টি বাগান সংরক্ষণের জন্য এসেড'র পক্ষ থেকে বেড়া তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।
- ওয়াচ গ্রুপ ও এসেড'র উদ্যোগে ৪টি ইউনিয়নের বিভিন্ন দৃশ্যমান জায়গায় ৬৮টি দেয়াললিখন করা হয়েছে।
- জেলা উন্নয়ন সভায় ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১টি করে শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
- কমিউনিটির উদ্যোগে প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

- ৬টি বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণ ও অন্য ৬টি বিদ্যালয়ে ওয়াশ ব্লক নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ৩৫টি বিদ্যালয়ের অর্ধেকের বেশি শিক্ষার্থী সাবলীলভাবে পাঠ্যবইয়ের বাংলা ও ইংরেজি পড়তে, লিখতে ও বলতে এবং গণিতের সমাধান করতে পারে।
- এসেড হবিগঞ্জ ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ বিশেষ ক্লাস নিচ্ছে। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা ছবি আঁকা, সাধারণ জ্ঞান, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় ইত্যাদি বিষয়ে খুবই উপকৃত হচ্ছে।
- তেঘরিয়া এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে সৈয়দাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জীর্ণভবন সংস্কারের জন্য স্থানীয় সংসদ সদস্যের কাছ থেকে ১ লক্ষ টাকা অনুদান সংগ্রহ করে সংস্কার কাজ করা হয়েছে।
- স্থানীয় সরকার-এর উপ-পরিচালক, উপ-সচিব মোহাম্মদ আবদুর রউফ রামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামতের জন্য এক লক্ষ টাকা, টংগীরঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ ভরাটের জন্য এক লক্ষ টাকা এবং সৈয়দাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেঝে মেরামতের জন্য দশ হাজার টাকা বরাদ্দ দেন।
- বিদ্যালয়ের তথ্য হালনাগাদ যাতে থাকে সেজন্য স্থানীয় কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপ ১টি ডিজিটাল মনিটরিং বোর্ড প্রদান করেন।
- বিদ্যালয়ের সংযোগ রাস্তা তৈরি ও মেরামত, গেট, বারান্দা, সীমানা প্রাচীর ও শহীদ নির্মাণ তৈরি, মাঠ ভরাট, ডাস্টবিন স্থাপন করা হয়।

চ্যালেঞ্জসমূহ

- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের উপযোগী নারী সদস্য পাওয়া কষ্টসাধ্য।
- প্রকল্প কার্যক্রমের পরিসর অনেক বেশি হওয়ায় একজন কর্মীর পক্ষে কার্যক্রম পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য।
- রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটিতে যথাযোগ্য লোক নির্বাচিত হতে না পারা।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও যোগাযোগের অব্যবস্থার কারণে প্রতিকূলতা সৃষ্টি হয়।
- শিক্ষক ও সকল কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণের অভাব।
- সকল প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয় শিখনবান্ধব না হওয়ায় বিদ্যালয়ে ভর্তি করা ও ফিরিয়ে আনা অনেক কঠিন হচ্ছে এবং এ বিষয়ে শিক্ষকদের দক্ষতার অভাব রয়েছে।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

- স্কুল সরকারের নয়, ভাবতে হবে স্কুল জনগণের, আমাদের ছেলে-মেয়েরাই এ স্কুলে পড়বে, তাই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়কে আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব।
- বিদ্যালয়ের সকল কমিটি, এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এবং ইউপি সদস্যরা নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য অবহিত থাকলে বিদ্যালয়ের যে কোনো সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।
- পরিকল্পনা সভার মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে বিদ্যালয়ের সমস্যা চিহ্নিত করা এবং স্থানীয় সম্পদের মাধ্যমে সমাধানের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব।

সুপারিশ

- বছরব্যাপী কাজের তুলনায় লোকবল কম এবং কর্মীদের সম্মানী বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা বিশেষ প্রয়োজন।
- দেশের সর্বত্র এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করে বাজেট তৈরি করা।
- কার্যক্রম দীর্ঘমেয়াদি করা এবং ফলোআপ ও মনিটরিংয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- প্রকল্প কর্মীদের দেশের অভ্যন্তরের পাশাপাশি বিদেশের শ্রেষ্ঠ স্কুল এবং অন্য সংস্থার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- শিক্ষা প্রশাসন ও স্থানীয় প্রশাসন যাতে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কাজে সহায়তা করে সেজন্য সুস্পষ্ট সরকারি নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন।

মাহফুজুর রহমান, কাজল সমাদ্দার

শেষ পৃষ্ঠার পর

'প্রত্যাশা' প্রকল্প এলাকার শিশুরা এখন সম-অধিকার প্রাপ্তির পথে

- শিক্ষা প্রতিটি শিশুরই অধিকার। প্রতিটি শিশু সমান, শিখবে প্রতিটি শিশু, প্রতিটি শিশুই শিখতে পারে, প্রতিটি শিশুরই মেধা আছে তবে তা বিকাশের উপায় ভিন্ন ভিন্ন– এই বার্তাগুলো নিজে জানবেন এবং সকলের কাছে প্রচার করবেন।
- শিক্ষকও যেন দুর্বল, পিছিয়ে পড়া, প্রতিবন্ধীসহ সকল শিশুকে তাদের শিখন চাহিদা উপযোগী পাঠদান পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ এবং নানা উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষাদান করেন সে বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে।
- বৈষম্যের শিকার শিশুরা যেন বিদ্যালয়কে ভয়-ভীতির স্থান মনে না করে এবং আনন্দের জায়গা ভাবতে শেখে সেভাবে বিদ্যালয়কে ঢেলে সাজাতে হবে।
- বিদ্যালয় বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন- খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সকল শিশুর অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে হবে।
- মা সমাবেশ, এসএমসি ও পিটিএ সভা, এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভায় বৈষম্যের শিকার শিশুদের বিষয়ে আলোচনা করতে হবে এবং প্রাথমিক শিক্ষায় বৈষম্য দূর করার জন্য নিজ নিজ পর্যায় থেকে কাজ করতে হবে।

সম্প্রতি প্রকল্প এলাকায় একটি এন্ডলাইন সার্ভে পরিচালিত হয়েছে। এ সার্ভের তথ্য অনুযায়ী বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে ভর্তির হার আগের চেয়ে অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বেড়েছে এবং ঝরে পড়ার হারও কমেছে। ফোকাস দল আলোচনা থেকে বেড়িয়ে এসেছে, প্রতিবন্ধী শিশুরা বেশ ভালো করছে। প্রতিবন্ধী ও পিছিয়ে পড়া শিশুরা তাদের অধিকারের কথা সবার সামনে তুলে ধরছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়, জামালপুরের বারইপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ফাতেমা ও তেলীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাকিবুল, খুলনার কুখিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাঈম ও বাইনতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হুমায়রা খাতুন তৃষা, মেহেরপুরের দফরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সেলিনা, ময়মারী সরকারি প্যাথমিক বিদ্যালয়ের ইসমত আরা ও খানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসরিনা খাতুন, হবিগঞ্জের সুলতানশী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হাবিবুর রহমান ও গোবিন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিজয় মিয়া, ভোলার সাহেবের চর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শামীম এবং গাইবান্ধার ধনারুহা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোশাররফের সাফল্যের কথা। ওদের মধ্যে কেউ কেউ কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের প্রচেষ্টায় ভর্তি হয়েছে। কেউবা ঝরে পড়ার কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে। কমিউনিটির সহযোগিতা আর নিজেদের অদম্য ইচ্ছাশক্তির বলে ওরা সামনে এগিয়ে চলছে।

সাকিবা খাতুন

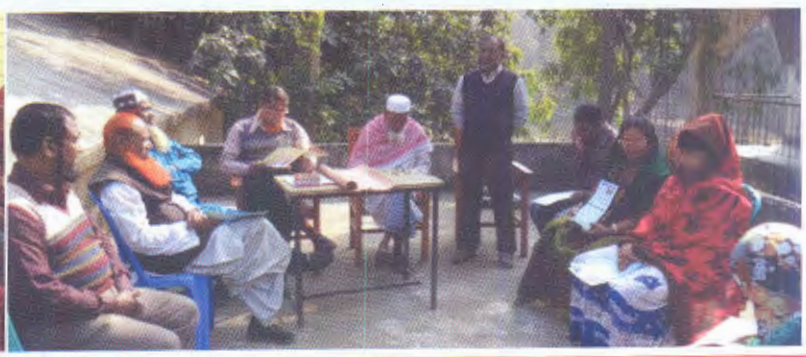

জামালপুরে 'প্রত্যাশা' প্রকল্প: প্রাথমিক শিক্ষায় পরিবর্তন, অর্জন ও চ্যালেঞ্জ

আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস) জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ ও মেলান্দহ উপজেলার সিধুলী, জোড়খালী, ঘোষেরপাড়া ও ফুলকোচা ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করছে। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সহযোগিতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই কার্যক্রমটি ডিএফআইডি'র সহায়তায় 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত হয়ে আসছে। এ কার্যক্রমের ফলে এ এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষায় যেসব পরিবর্তন ও সাফল্য অর্জন এবং চ্যালঞ্জ মোকাবেলা ও শিখন অর্জন করা সম্ভব হয়েছে তা উল্লেখ করা হলো।

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন

- প্রকল্প এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতনতা ও জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- এসএমসি-পিটিএসহ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কমিটির সভা নিয়মিত হচ্ছে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে।
- বিদ্যালয়সংশ্লিষ্ট কমিটি ও ইউনিয়ন এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা কার্যক্রম ও দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার বেড়েছে এবং ঝরে পড়া রোধে এসএমসি-পিটিএ, এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ বিশেষ ভূমিকা রাখছে।
- বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ও পরিবেশ উন্নয়ন এবং সকল শ্রেণিতে আসনবিন্যাসে পরিবর্তন হয়েছে।

অর্জনসমূহ

'প্রত্যাশা' প্রকল্প এলাকায় ৬৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১৬টি কিন্ডারগার্টেন, ১৭টি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষালয় ও ৫টি এবতেদায়ি মাদ্রাসাসহ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার জন্য ১০৬টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ৬৮টি প্রাথমিক বিদ্যলয়ের শিক্ষা ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য কাজ করেছে। এ কার্যক্রমের ফলে 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় বিগত চার বছরে যেসব অর্জন হয়েছে তা হলো:

- ২৪টি বিদ্যালয়ে কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিখন-শেখানো পদ্ধতিতে এবং ২২টি বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষে উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠ পরিচালনা করা হচ্ছে।
- ১৫টি বিদ্যালয়ে আসনবিন্যাসের পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষার্থীরা দলীয়ভাবে শ্রেণিকক্ষে পাঠ অনুশীলন করছে।
- ৫৩টি বিদ্যালয়ে নিয়মিত দৈনিক সমাবেশ আয়োজন ও জাতীয় সংগীত পরিবেশন নিশ্চিত হয়েছে।
- ১১টি বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতকরণ, মনীষীদের নামে শ্রেণিকক্ষের নামকরণ, দেয়ালে নীতিবাক্য লিখন সম্পন্ন হয়েছে।
- চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চসহ বিভিন্ন আসবাবপত্র বিতরণ করা হয়েছে ৮টি বিদ্যালয়ে।
- টিউবওয়েল স্থাপন, ফিল্টার প্রদান করা হয়েছে ১টি বিদ্যালয়ে।
- ২৮টি বিদ্যালয়ে ফুলের বাগান তৈরি ও বৃক্ষরোপণ এবং ২টি বিদ্যালয়ে ফুলের টব প্রদান করা হয়েছে।
- ১টি বিদ্যালয়ে মাঠ ভরাট এবং ৮টিতে ওয়াশ ব্লক নির্মাণ করা হয়েছে।
- বিদ্যালয়ভিত্তিক কমিটিগুলো সক্রিয় হয়েছে ১৬টি বিদ্যালয়ে।
- ৪৮টি বিদ্যালয়ে অভিভাবকদের যোগাযোগ বেড়েছে। ৪৭টি বিদ্যালয়ে ঝরে পড়া রোধ সম্ভব হয়েছে।
- ৫৭টি বিদ্যালয়ে ১০০% ভর্তি ও প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় শত ভাগ পাস নিশ্চিত হয়েছে।
- ১৪টি বিদ্যালয়ে ১০০% স্কুল ড্রেস নিশ্চিত হয়েছে। ৬টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের স্কুল ড্রেস প্রদান করা হয়েছে।
- ১২টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত হয়েছে।
- শিক্ষকদের সময়মতো উপস্থিতি নিশ্চিত হয়েছে ১১টি বিদ্যালয়ে।
- কয়েকটি বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ, ৪টি বিদ্যালয়ে মেরামত ও সংস্কারকাজ এবং ৬টি বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে।
- ১২টি বিদ্যালয়ে ভৌত অবকাঠামো ও পরিবেশের উন্নয়ন হয়েছে। ভৌত অবকাঠামো ও পরিবেশের উন্নয়নের জন্য স্থানীয় উদ্যোগে পঁচাশি হাজার ছয় শত ত্রিশ টাকা অনুদান সংগৃহীত হয়েছে। কমিউনিটি অনুদান হিসাবে দুই হাজার টাকা দিয়েছে।
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও নিয়মিত বিদ্যালয়ে গমন, বৈষম্য নিরসন ও সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ

- এলাকাটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ ও অতিদরিদ্র হওয়ায় অসচেতন জনগণকে সচেতন করা কঠিন।
- প্রকল্পের শুরুর দিকে শিক্ষকসহ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতায় অনীহা ছিল।
- যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত বিধায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন দুরূহ ছিল।
- বিদ্যালয়গুলোতে নামেমাত্র কমিটি ছিল। কমিটিগুলোকে সক্রিয় করা এবং স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের সচেতন করা কষ্টসাধ্য।

শিক্ষণীয় দিক

- কমিউনিটির অংশগ্রহণে যে কোনো কাজে সফলতা অর্জন সম্ভব।
- স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে ভালো কাজ করা সম্ভব।
- কমিউনিটির মানুষকে একত্রিত করতে পারলে ভালো কিছু করা সম্ভব।

প্রকল্প বাস্তবায়ন ও উন্নয়নে সুপারিশ

- প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জনবল বৃদ্ধি করা দরকার।
- এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সদস্যদের বেসিক ওরিয়েন্টেশন প্রদান এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণের সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন।
- স্থানীয় এনজিওকর্মীদের ভালো বিদ্যালয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

মোঃ আবদুল হাই

খুলনায় 'প্রত্যাশা' প্রকল্প: আলোর পথে যাত্রা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের খুলনা জেলার বেশির ভাগ উপজেলায় শিক্ষাক্ষেত্রে রয়েছে নানাবিধ সমস্যা। এর মধ্যে অন্যতম খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার আমিরপুর ও বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন এবং ডুমুরিয়া উপজেলার সাহস ও শরাফপুর ইউনিয়ন। এ অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে গেলে চোখে পড়ত বিদ্যালয়ের সঙ্গে কমিউনিটির কার্যকর যোগাযোগের অভাব, নামেমাত্র এসএমসি কমিটি, বিদ্যালয়ের স্লিপ কমিটি শুধু কাগজ-কলমে। বিদ্যালয়ের মাঠগুলো ছিল খেলাধুলার অনুপযোগী। এছাড়া এসব বিদ্যালয়ে ছিল ঝুঁকিপূর্ণ ভবন, শ্রেণিকক্ষের স্বল্পতা, অকেজো স্যানিটেশন ব্যবস্থা, শিক্ষকঘাটতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ই অনিয়মিত ছিল। এ রকম প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হয়ে আসছিল।

আশ্রয় ফাউন্ডেশন উপলব্ধি করে কমিউনিটির কার্যকর উদ্যোগের ফলে এলাকার শিক্ষাচিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। তাই ডিএফআইডি'র সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযানের সঙ্গে যৌথভাবে ২০১৩ সাল থেকে 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের কাজ শুরু করে। প্রকল্পের অন্যতম কার্যক্রম হিসেবে

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষার্থীদের শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, ঝরে পড়া রোধসহ জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। আশ্রয় ফাউন্ডেশন ৪৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরাসরি কাজ করছে।

কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবর্তন প্রক্রিয়া

প্রকল্পের শুরুতেই গঠন করা হয় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এবং তাদের দায়-দায়িত্ব বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়। স্থানীয়ভাবে কনসালটেশন মিটিংয়ের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ করা হয়। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ স্থানীয় জনঅংশগ্রহণে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন শুরু করে। এরপর দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভার মাধ্যমে পরিকল্পনার অগ্রগতি যাচাই এবং পরবর্তী মাসের কার্যক্রম নির্ধারণ করে।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এসএমসিকে সক্রিয়করণের জন্য কাজ করে এবং প্রত্যেক সদস্যকে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়। ওয়াচ গ্রুপ প্রতিটি বিদ্যালয়ে এসএমসি সভা, পিটিএ সভা, অভিভাবক সভা এবং মা সমাবেশের আয়োজন করে। এতে করে শিক্ষক এবং অভিভাবকের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে এবং মায়েদের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। এখন অভিভাবকরা মনে করেন বিদ্যালয়টি তাদের, সুতরাং এর উন্নয়নের দায়িত্ব তাদেরই নিতে হবে।

অর্জনসমূহ

- এসএমসি-পিটিএ, স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ ও ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে ড্রপআউটের হার ১%-২% নেমে এসেছে।
- ৩২টি বিদ্যালয়ে এসেম্বলি নিয়মিত ও সুসংগঠিত হয়েছে।
- ২৭টি বিদ্যালয়ে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার পদ্ধতি অনুসরণের ফলে বিদ্যালয়ে আনন্দদায়ক পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির পথ সুগম হয়েছে।
- নিয়মিত উপস্থিতির ক্ষেত্রে মা সমাবেশ কার্যকর ভূমিকা রেখেছে, মায়েদের সচেতনতা বেড়েছে।
- বিদ্যালয়ে স্থানীয় সম্পদের সরবরাহ ও ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। ৩৪টি বিদ্যালয়ে বৈদ্যুতিক পাখা, ১০টি বিদ্যালয়ে ইউনিফর্ম, ৯টি বিদ্যালয়ে বাদ্যযন্ত্র, ২১টি বিদ্যালয়ে সাউন্ড সিস্টেম প্রদান করা এবং ১৪টি বিদ্যালয়ে মাঠ ভরাট, ২১টি বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি, ৫টি বিদ্যালয়ে প্রাচীর নির্মাণ, ৫টি বিদ্যালয়ে গেট নির্মাণ করা হয়েছে।
- আন্তঃস্কুল ক্রীড়া, মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ-শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বেড়েছে।
- শিক্ষাসফরের মাধ্যমে অর্জিত শিখনসমূহ নিজ কর্মএলাকায় ও বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ১৭টি বিদ্যালয়ে।
- স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত ও শিক্ষার্থীদের তৈরি উপকরণ শিক্ষণ-শিখন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে ১৫টি বিদ্যালয়ে।
- বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত হয়েছে।
- এসএমসি, পিটিএ, ইউপি স্ট্যান্ডিং কমিটি সক্রিয় হয়েছে এবং বিদ্যালয়ে তাদের পরিদর্শন বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম নিয়মিত বাস্তবায়িত হচ্ছে। জাতীয় দিবসসমূহ নিয়মিত পালিত হচ্ছে ৪৮টি বিদ্যালয়ে।
- শিক্ষকদের হোম ভিজিট বেড়েছে ও ঝরে পড়া রোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও এসএমসি'র কাছে শিক্ষকদের জবাবদিহিতার মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে।
- কমিউনিটির মাধ্যমে প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ৬টি বিদ্যালয়ে।
- ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক শিক্ষা বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে ৩১%।
- বিদ্যালয়ের সঙ্গে কমিউনিটির অংশীদারিত্বের মনোভাব গড়ে উঠেছে এবং এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে।
- প্রতিবন্ধী, আদিবাসী ও দরিদ্র শিক্ষার্থী শিক্ষালাভে সমান সুযোগ পাচ্ছে।

এরপর ১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন

'প্রত্যাশা' প্রকল্পের ফলে বদলে যাচ্ছে মেহেরপুরের প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশ

শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা জেলা মেহেরপুর। এক গবেষণায় দেখা যায়, ২০১০ সালে শিক্ষাক্ষেত্রে মেহেরপুর জেলা বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে ছিল। এ রকম পরিস্থিতিতে গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় স্থানীয় বেসরকারি সংস্থা মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পাইলট কর্মসূচি হিসাবে ১টি ইউনিয়নে ২০১০ সালে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠন করে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি, ক্যাচমেন্ট এলাকার সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তির উদ্যোগ নেওয়া, ঝরে পড়া রোধ ও ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করা ও বিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের নানাবিধ কর্মসূচির মাধ্যমে বদলে যেতে লাগল আমঝুপি ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক পরিবেশ। এই পরিবর্তন দেখে 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় ২০১৩ সালে

- কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিখন-শেখানো পদ্ধতিতে ৩৫টি বিদ্যালয়ে এবং ৪৫টি বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষে উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠ পরিচালনা করা হচ্ছে।
- ৩২টি বিদ্যালয়ে আসনবিন্যাসের পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে দলীয়ভাবে পাঠ অনুশীলন করছে।
- ৫৩টি বিদ্যালয়ে নিয়মিত দৈনিক সমাবেশ আয়োজন ও জাতীয় সংগীত পরিবেশন নিশ্চিত হয়েছে।
- ৮টি বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ, ২১টি বিদ্যালয়ে মেরামত ও সংস্কার কাজ সম্পন্ন এবং ১১টি বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে।
- এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহযোগিতায় ৩৫টি বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতকরণ, মনীষীদের নামে শ্রেণিকক্ষের নামকরণ, দেয়ালে নীতিবাক্য লিখন সম্পন্ন হয়েছে।

মেহেরপুর জেলার আমঝুপি, আমদহ, দারিয়াপুর ও মোনাখালী ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠন করে ৫৩টি বিদ্যালয়কে নিয়ে নতুন কর্মযজ্ঞ শুরু হয়।

প্রাথমিক শিক্ষায় পরিবর্তন

- কমিউনিটি বদলে দিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষার মান ও পরিবেশ- এ কথা এখন স্লোগানে পরিণত হয়েছে।
- বিদ্যালয়ের পরিবেশ শিশুবান্ধব করতে শিক্ষকদের ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়েছে।
- প্রতিটি বিদ্যালয়ে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম জোরদার হয়েছে।
- প্রতিটি বিদ্যালয়ে শতভাগের কাছাকাছি স্কুল ড্রেস নিশ্চিত হয়েছে।
- বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের যথাসময়ে অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে।
- বিদ্যালয়ের বিভিন্ন তথ্য বোর্ডে প্রদর্শন করা হচ্ছে।

কার্যক্রমের অর্জনসমূহ

এডুকেশন ওয়াচ কর্মএলাকায় ৫৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কিন্ডারগার্টেন, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষালয় ও এবতেদায়ি মাদ্রাসাসহ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৩৫টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ৫৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। এর ফলে যে-সকল অর্জন হয়েছে তা নিম্নরূপ:

- ১২টি বিদ্যালয়ে ভৌত অবকাঠামো ও পরিবেশের উন্নয়ন হয়েছে। ভৌত অবকাঠামো ও পরিবেশের উন্নয়নের জন্য স্থানীয় উদ্যোগে প্রায় পনেরো লাখ টাকা অনুদান সংগৃহীত হয়েছে। কমিউনিটি অনুদান হিসাবে দশ লাখ টাকা দিয়েছে।
- চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চসহ বিভিন্ন আসবাবপত্র বিতরণ করা হয়েছে ১৬টি বিদ্যালয়ে।
- ২২টি বিদ্যালয়ে টিউবওয়েল স্থাপন, ফিল্টার প্রদান এবং ২৮টি বিদ্যালয়ে ওয়াশ ব্লক নির্মাণ, ৯টি বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য সংযোগ রাস্তা মেরামত করা হয়েছে।
- ৫০টি বিদ্যালয়ে ফুলের বাগান তৈরি ও বৃক্ষ রোপণ এবং ২৩টি বিদ্যালয়ে ফুলের টব প্রদান করা হয়েছে।
- বিদ্যালয়ভিত্তিক কমিটিগুলো সক্রিয় হয়েছে ৪৫টি বিদ্যালয়ে।
- ৫৩টি বিদ্যালয়ে অভিভাবকদের যোগাযোগ বেড়েছে।
- ৪৯টি বিদ্যালয়ে শত ভাগ ভর্তি ও প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় পাস নিশ্চিত হয়েছে।
- ৪৬টি বিদ্যালয়ে খাতা-কলমসহ শিক্ষাসহায়ক উপকরণ, ১১টি বিদ্যালয়ে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপন এবং ৪২টি বিদ্যালয়ে ফ্যান প্রদান করা হয়েছে।
- ৪২টি বিদ্যালয়ে শত ভাগ স্কুল ড্রেস নিশ্চিত হয়েছে এবং ৩৮টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের স্কুল ড্রেস প্রদান করা হয়েছে।
- ১৮টি বিদ্যালয়ে মাঠ ভরাট, ২৪টি বিদ্যালয়ে ক্রীড়াসামগ্রী প্রদান এবং ৫৩টি বিদ্যালয়ে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হচ্ছে।
- ৩৫টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি এবং শিক্ষকদের সময়মতো উপস্থিতি নিশ্চিত হয়েছে ৪৭টি বিদ্যালয়ে।
- ৪৯টি বিদ্যালয়ে ঝরে পড়া রোধ সম্ভব হয়েছে। আগে ঝরে পড়ার হার ছিল ৫%। এখন ১%।
- ১৮টি বিদ্যালয়ে প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

- ৪৫টি বিদ্যালয়ে বিভিন্ন দিবস পালন, ৪৫টি বিদ্যালয়ে দেয়াল পত্রিকা তৈরি এবং ২২টি বিদ্যালয়ে পাঠাগার স্থাপন হয়েছে।
- সকল বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ভর্তি, বৈষম্য নিরসন ও সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- প্রায় ১০০ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।
- ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে শিক্ষাখাতে বাজেট বৃদ্ধি হয়েছে।
- ৫টি বিদ্যালয়ে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য সান্ধ্যকালীন ক্লাস চালু হয়েছে।

চ্যালেঞ্জসমূহ

- প্রভাবশালী ব্যক্তি ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে বিদ্যালয়সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটিতে যথাযোগ্য লোক নির্বাচিত হতে না পারা।
- শিক্ষক ও সকল কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ না থাকা।
- সকল প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য বিদ্যালয় প্রতিবন্ধীবান্ধব না হওয়ায় বিদ্যালয়ে ভর্তি করা ও ফিরিয়ে আনা অনেক কঠিন হচ্ছে এবং এ বিষয়ে শিক্ষকদের দক্ষতার অভাব রয়েছে।
- অধিকাংশ নতুন জনপ্রতিনিধি আসায় প্রাথমিকভাবে কাজে কিছুটা বাধার সম্মুখীন হয়েছে।
- শিক্ষকদের দীর্ঘদিন একই স্কুলে অবস্থান এবং বদলির ব্যবস্থা না থাকা।
- মাঠপর্যায়ে সরকারের পরিপত্রগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন না থাকা।
- ইউপি শিক্ষা স্ট্যান্ডিং কমিটির শিক্ষাক্ষেত্রে সক্ষমতার অভাব।
- মাদ্রাসা (এবতেদায়ি) পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি ব্যবস্থা না থাকা।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

- বিদ্যালয়ের সকল কমিটি, এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এবং ইউপি সদস্যরা নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য অবহিত থাকলে, বিদ্যালয়ের যে কোনো সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।
- জনগণকে সচেতন করার মাধ্যমে দান অনুদান সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ের অনেক সমস্যা স্থানীয়ভাবে সমাধান করা যায়।
- স্থানীয় রিসোর্স কাজে লাগিয়ে যে কোনো বিদ্যালয়কে পরিবর্তন করা যায়।
- পরিকল্পনা সভার মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করা এবং স্থানীয় সম্পদের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব।
- জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের এডভোকেসির ফলে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে দেনদরবার ও সমন্বয়ের মাধ্যমে অনেক বিদ্যালয়ে ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে।

সুপারিশ

- ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদের সমন্বয় সভায় এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম তুলে ধরা ও কর্ম এলাকার প্রতি উপজেলায় ও জেলায় ইনসেপশন সভার আয়োজন করা।
- প্রকল্পকর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ স্কুল পরিদর্শনের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- দেশব্যাপী কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করে বাজেট তৈরি করা।
- দীর্ঘ মেয়াদে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা এবং ফলোআপ ও মনিটরিংয়ের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কাজে সহায়তা করার জন্য শিক্ষা প্রশাসন ও স্থানীয় প্রশাসনের প্রতি সরকারি নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন।
- প্রকল্পের কর্মীদের ডকুমেন্টেশন ও রিপোর্টিং বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা জরুরি।

সাদ আহম্মেদ

১১ পৃষ্ঠার পর

খুলনায় 'প্রত্যাশা' প্রকল্প : আলোর পথে যাত্রা

- এডুকেশনের ওয়াচ গ্রুপ ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় নদীগর্ভে বিলীন বিদ্যালয়ের জন্য একটি অস্থায়ী বিদ্যালয় স্থাপন করেছে।
- সর্বোপরি, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় পর্যায়ে মনিটরিং বিষয়ক একটি কার্যকর প্ল্যাটফরম তৈরি হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ

- রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্যে প্রোগ্রাম পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য ছিল।
- প্রকল্প পরিচালনায় সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও অপ্রতুলতা এবং যাতায়াত ভাতার অপ্রতুলতা ছিল।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অনেকগুলোর ভগ্নপ্রায় অবকাঠামো এবং অপর্যাপ্ত পরিসর।
- নদীভাঙনকবলিত এলাকা হওয়ায় অনেক বিদ্যালয়ের শিশুদের স্কুলগামী করা অনেকটা কষ্টসাধ্য ছিল।
- প্রকল্পের কার্যক্রমের পরিসর অনেক বেশি। একজন কর্মীর পক্ষে কার্যক্রম পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য ছিল।
- পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে এবং বিশেষ করে বছরের শেষ কোয়ার্টারে স্কুলের সঙ্গে কাজ করা অনেক কষ্টসাধ্য ছিল।

শিক্ষণীয় দিক

- জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে যে কোনো সাধারণ বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা সম্ভব।
- প্ল্যানিং মিটিংয়ের মাধ্যমে একাধারে এলাকার সমস্যা চিহ্নিত করা এবং সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব।
- সিটিজেন চার্টার সময়োপযোগী করার জন্য পলিসি লেভেলে কর্মসূচি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায়ের মতামত নিতে হবে।
- শিক্ষক, এসএমসি, পিটিএ, এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অবহিত থাকলে বিদ্যালয়ের যে কোনো সমস্যা সহজেই সমাধান করা সম্ভব।
- শ্রেণিকক্ষে আনন্দদায়ক শিখন নিশ্চিত করা সম্ভব হলে ঝরে পড়া রোধ হবে, শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পাবে এবং শিশুরা আনন্দের মধ্যে দিয়ে শিখবে।
- মডেল বিদ্যালয় তৈরিতে লার্নিং ভিজিট শিক্ষক, এসএমসি, পিটিএ, এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও জনপ্রতিনিধিদের উৎসাহিত করতে অনেক বেশি সহায়ক।

চার বছরে কমিউনিটির ছোঁয়ায় বদলে গেছে 'প্রত্যাশা' প্রকল্প এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো। কর্মএলাকার বহির্ভূত কমিউনিটির দাবি তারাও এই প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধার আওতায় এসে তাদের বিদ্যালয়গুলো বদলে দিতে চায়।

মমতাজ খাতুন, বনশ্রী ভান্ডারী

সিরাজগঞ্জে 'প্রত্যাশা' প্রকল্প: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিবর্তন

বাংলাদেশে স্বাধীনতা-উত্তর কাল থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণসহ নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের গতি স্থবির হয়ে পড়ে। সম্পূর্ণ সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার ফলে প্রাথমিক শিক্ষা হয়ে পড়ে জনবিচ্ছিন্ন। এমতাবস্থায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সকল কমিটি সক্রিয় হলে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন সম্ভব। এ লক্ষ্যেই ডিএফআইডি'র সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান ও এনডিপি'র যৌথ উদ্যোগে ২০১৩ সালে সিরাজগঞ্জে 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়। এ প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ, ঝরে পড়া রোধ, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তিকরণ, বিদ্যালয়সংশ্লিষ্ট সকল কমিটি সক্রিয়করণ, বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।

প্রাথমিক শিক্ষায় পরিবর্তন

- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিয়মিত হচ্ছে এবং পরীক্ষার ফলাফলের উন্নয়ন হয়েছে।
- নিয়মিত এসেম্বলি হচ্ছে এবং স্কুল ড্রেস ৯৫% নিশ্চিত হয়েছে।
- অবকাঠামো উন্নয়ন, ছেলে-মেয়েদের জন্য পৃথক শৌচাগার স্থাপন হয়েছে।
- অভিভাবকরা বিদ্যালয়মুখী হয়েছে। জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বেড়েছে।
- বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ এবং এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিরা সহযোগিতা প্রদান করছে।

অর্জনসমূহ

সিরাজগঞ্জ জেলার ভদ্রঘাট, ঝাঐল, ধানগড়া ও পাঙ্গাসী ইউনিয়নে ৭৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ২১টি কিন্ডারগার্টেন ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষালয়, ১২টি এবতেদায়ি মাদ্রাসাসহ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ১০৬টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ৭৩টি প্রাথমিক বিদ্যলয়ের উন্নয়নের জন্য কাজ করেছে। এর ফলে 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় বিগত চার বছরে যেসব অর্জন হয়েছে তা হলো:

- ৪৬টি বিদ্যালয়ে ভৌত অবকাঠামো ও পরিবেশের উন্নয়ন হয়েছে। ভৌত অবকাঠামো ও পরিবেশের উন্নয়নের জন্য স্থানীয় উদ্যোগে নয় লাখ টাকা অনুদান সংগৃহীত হয়েছে। কমিউনিটি অনুদান হিসাবে চার লাখ বিশ হাজার টাকা দিয়েছে।
- ৬৫টি বিদ্যালয়ে আনন্দদায়ক শিখন-শেখানো পদ্ধতিতে এবং ৭৩টি শ্রেণিকক্ষে উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠ পরিচালনা করা হচ্ছে।
- ৬২টি বিদ্যালয়ে আসনবিন্যাসের পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষার্থীরা দলীয়ভাবে শ্রেণিকক্ষে পাঠ অনুশীলন করছে।
- ৬৯টি বিদ্যালয়ে নিয়মিত দৈনিক সমাবেশ আয়োজন ও জাতীয় সংগীত পরিবেশন নিশ্চিত হয়েছে।
- ৫টি বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ, ১৭টি বিদ্যালয়ে মেরামত ও সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং অনেক বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে।
- ৩২টি বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতকরণ, মনীষীদের নামে শ্রেণিকক্ষের নামকরণ, দেয়ালে নীতিবাক্য লিখন সম্পন্ন হয়েছে।
- ৩৯টি বিদ্যালয়ে চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চসহ বিভিন্ন আসবাবপত্র বিতরণ এবং ২২টি বিদ্যালয়ে বৈদ্যুতিক পাখা প্রদান করা হয়েছে।
- ৪২টি বিদ্যালয়ে টিউবওয়েল স্থাপন, ফিল্টার প্রদান এবং ২৭টিতে ওয়াশ ব্লক এবং ১৯টি বিদ্যালয়ে রাস্তা মেরামত করা হয়েছে।
- ৭৩টি বিদ্যালয়ে ফুলের বাগান তৈরি ও বৃক্ষরোপণ এবং ২৫টি বিদ্যালয়ে ফুলের টব প্রদান করা হয়েছে।
- ১৩টি বিদ্যালয়ে মাঠ ভরাট এবং ক্রীড়াসামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।
- বিদ্যালয়ভিত্তিক কমিটিগুলো সক্রিয় হয়েছে ৪৩টি বিদ্যালয়ে এবং ৩৭টি বিদ্যালয়ে অভিভাবকদের যোগাযোগ বেড়েছে।
- ৬৬টি বিদ্যালয়ে শতভাগ ভর্তি ও পরীক্ষায় পাস নিশ্চিত হয়েছে।
- ১৮টি বিদ্যালয়ে খাতা-কলমসহ শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হয়েছে।
- ২১টি বিদ্যালয়ে শতভাগ স্কুল ড্রেস নিশ্চিত হয়েছে এবং ২২টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের স্কুল ড্রেস প্রদান করা হয়েছে।
- সকল বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ভর্তি, বৈষম্য নিরসন ও সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- ৩৮টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত হয়েছে এবং শিক্ষকদের সময়মতো উপস্থিতি নিশ্চিত হয়েছে ৭০টি বিদ্যালয়ে।
- সকল বিদ্যালয়ে ঝরে পড়া রোধ সম্ভব হয়েছে। আগে ঝরে পড়ার হার ছিল ৭%, এখন ২%।

চ্যালেঞ্জ

- প্রকল্পের জনবল কম এবং অপ্রতুল বেতন কাঠামো।
- দূরবর্তী কর্ম এলাকায় কাজের জন্য মোটরবাইক না থাকা।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বিদ্যালয়ে লম্বা ছুটি থাকে বলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব হয় না।

শিক্ষণীয় দিক

- কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং জনঅংশগ্রহণের ফলে বিদ্যালয়ের অনেক বড় ধরনের কাজও সহজেই করা সম্ভব হয়।
- শিক্ষক, এসএমসি ও ওয়াচ গ্রুপের যৌথ হোমভিজিটের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের অনিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়মিতকরণ সম্ভব।

সুপারিশমালা

- প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা এবং প্রতি বিদ্যালয়ে মনিটরিং টিম গঠন করা প্রয়োজন।
- প্রতিটি ইউনিয়নে কমপক্ষে ৫টি করে বিদ্যালয়ে স্কোর কার্ড প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

মোঃ শাহ আলম সরকার, মোঃ আবুল কাশেম

আন্তঃওয়াচ গ্রুপ শিক্ষা কর্মসূচি পরিদর্শন কার্যক্রম ও ফলাফল

'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের ফলে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের নানাবিধ পদক্ষেপের ফলে বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার মান উন্নয়নসহ যথেষ্ট ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। প্রকল্প এলাকার অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় ইতোমধ্যে উপজেলা, জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কর্তৃক গৃহীত নানাবিধ পদক্ষেপের ফলে যে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থানীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে তা পরিদর্শনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন এবং তা কাজে লাগিয়ে ওয়াচ গ্রুপ সদস্যরা নিজ এলাকার বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার মান উন্নয়নে কর্ম-উদ্যোগ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। এ পরিদর্শন কার্যক্রমের মাধ্যমে ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা নিজেদের কর্ম-দক্ষতা সম্পর্কে তুলনামূলক মূল্যায়ন করতে এবং অর্জিত জ্ঞান নিজ এলাকার শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছে।

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক ডিএফআইডি-এর আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ সালে ৩২টি কউিনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সদস্যদের সম্পৃক্ত করে ১৭ ব্যাচ আন্তঃওয়াচ গ্রুপ শিক্ষা কর্মসূচি পরিদর্শন কার্যক্রম আয়োজন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণের ফলে যে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সেই কর্ম অভিজ্ঞতা এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সদস্য এবং সরকারি শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অবহিত করা, যাতে এই কর্ম অভিজ্ঞতা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সদস্যরা নিজ নিজ কর্মএলাকার প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে কাজে লাগাতে উদ্বুদ্ধ হন।

পরিদর্শন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের ধরন ও সংখ্যা

এই কার্যক্রমের আওতায় ১৭ ব্যাচ পরিদর্শন কার্যক্রমের মধ্যে ১৪ ব্যাচ পরিদর্শন কার্যক্রম আয়োজন করা হয় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের জন্য এবং ৩ ব্যাচ সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের জন্য। প্রতিটি আন্তঃওয়াচ গ্রুপ শিক্ষা কর্মসূচি পরিদর্শন কার্যক্রমে ২টি সংস্থার ৪টি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ থেকে নির্বাচিত সদস্য, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি, শিক্ষক, এসএমসি সদস্য ও জনপ্রতিনিধিসহ মোট ২৫-৩০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ১৪ ব্যাচ পরিদর্শন কার্যক্রমে সর্বমোট ৩৮২ জন অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ৪৯ জন নারী। সরকারি শিক্ষা কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত ৩ ব্যাচ পরিদর্শন কার্যক্রমে খুলনা, রংপুর এবং বরিশাল বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মরত ডিডি, ডিপিইও, এডিপিইও, ইউইও, এইউইওসহ সর্বমোট ৬২ জন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ৭ জন নারী।

অর্জিত শিখন এবং কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

প্রতিটি পরিদর্শন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীরা পরিদর্শন কার্যক্রম থেকে অর্জিত শিখনসমূহ চিহ্নিত করেন। অর্জিত শিখনের আলোকে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা নিজ কর্মএলাকায় বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। পরবর্তী সময়ে তারা এ কর্মপরিকল্পনা নিজ এলাকায় বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

গৃহীত উদ্যোগসমূহ

পরিদর্শন অভিজ্ঞতার আলোকে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা নিজ এলাকার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে যে সকল উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তার ফলাফল:

- বিদ্যালয়সমূহে আকর্ষণীয় এসেম্বলি ও শরীরচর্চা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
- এসেম্বলিতে শিক্ষার্থীদের জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হচ্ছে।
- বিদ্যালয়ের দেয়ালে মনীষীদের বাণী ও ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছে।
- এসএমসি সক্রিয় হয়েছে ও নিয়মিত সভায় অংশগ্রহণ করছে।
- নিয়মিত মা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং মায়েদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- শতভাগ ভর্তি ও প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপন নিশ্চিত হয়েছে।
- বিদ্যালয়সমূহে নিয়মিত সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম চালু হয়েছে।
- শ্রেণিকক্ষের নামকরণ ও বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে সাজানো হয়েছে।
- কমিউনিটির উদ্যোগে মাঠ ভরাট, সীমানা প্রাচীর ও টয়লেট নির্মাণ, ফ্যান প্রদান, স্কুল ড্রেস চালু এবং খেলাধুলার সামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে।
- বিদ্যালয়ে ফুলের বাগান তৈরি করা হয়েছে।
- কমিউনিটির উদ্যোগে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র নির্মিত হয়েছে।
- বিদ্যালয়ে পরামর্শ ও মতামত বাক্স স্থাপন করা হয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের হাতের লেখা ও ছবি দিয়ে দেয়ালিকা প্রকাশিত হয়েছে।
- স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে কমিউনিটির যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বিদ্যালয়ের দেয়ালে বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকা হয়েছে।
- কয়েকটি বিদ্যালয়ে কমিউনিটি কর্তৃক কাবদল গঠিত হয়েছে।
- কয়েকটি বিদ্যালয়ে কমিউনিটির উদ্যোগে মিড-ডে মিল চালু হয়েছে।
- বিদ্যালয়ের উন্নয়নে সচেতনতা ও জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মির্জা দেলোয়ার হোসেন

‘প্রত্যাশা’ প্রকল্প এলাকার শিশুরা এখন সম-অধিকার প্রাপ্তির পথে

‘সবার জন্য শিক্ষা’ বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলন থেকেই মূলত শিক্ষায় সম-অধিকার বিষয়টি উন্নয়ন এজেন্ডা হিসেবে গুরুত্ব পায়। এরপর থেকে আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পর্যায়ে এ বিষয়ক নানা উদ্যোগ লক্ষ্য করা গেলেও সত্যিকার অর্থে শিক্ষায় বঞ্চনা ও বৈষম্য রয়েই গেছে। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (পিইডিপি) ৩-এ ‘শিক্ষায় বৈষম্য এবং অংশগ্রহণ’ বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। গত তিন বছরে পিইডিপি ৩ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে গণসাক্ষরতা অভিযান প্রাথমিক শিক্ষায় বিশেষ করে বিদ্যালয় এলাকার গমন উপযোগী সকল শিশু যেন ভর্তির সুযোগ পায় সে বিষয়ে কাজ করেছে। গণসাক্ষরতা অভিযান ৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে এবং কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

গত ২০১৪ সালে প্রকল্প এলাকার ৩২টি ইউনিয়নে ‘বেইস-লাইন সার্ভে’ মাধ্যমে এলাকার প্রতিবন্ধী শিশুদের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি এমন প্রতিবন্ধী শিশুর তথ্য পাওয়ার পর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় তাদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো। কিন্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় স্থানীয় এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, অভিভাবক, এসএমসি সদস্য এমনকি অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকরাও প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা লাভের অধিকার বিষয়ে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন। জনৈক শিক্ষক বললেন, সুস্থ শিশুদের লেখাপড়া শেখাতে আমাদের হিমশিম খেতে হয় আবার প্রতিবন্ধী শিশুদের আমরা কীভাবে লেখাপড়া শেখাব। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ‘শিক্ষায় সবার সমান অধিকার’, ‘সবার জন্য শিক্ষা’, ‘সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা’ কিংবা ‘বাদ যাবে না কেউ, শিখবে প্রতিটি শিশু’- এ সকল ধারণা শুধুমাত্র স্লোগানেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃবৃন্দ সকলেই আন্তরিক। কিন্তু এ বিষয়গুলোতে তাদের জানার-বোঝার সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা গেছে। তাই গণসাক্ষরতা অভিযান সহযোগী সংস্থার সহায়তায় সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী বিশেষ করে অভিভাবক এবং এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের নিয়ে শিক্ষায় কীভাবে বৈষম্য কমানো যায় সে বিষয়ে মতবিনিময় সভার মধ্য দিয়ে অভিভাবক এবং এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের সক্ষমতা উন্নয়ন করে। ৩২টি ইউনিয়নে প্রায় ১৩ শতাংশ প্রতিনিধির সঙ্গে ‘প্রাথমিক শিক্ষায় সম-অধিকার’ বিষয়ে মতবিনিময় সভা আয়োজন করে। দুই শতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজন এ সকল মতবিনিময় সভার মাধ্যমে বৈষম্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। তারা আলোচনার মাধ্যমে খুঁজে বের করেন যে, তাদের এলাকার শিশুরা দুইভাবে বৈষম্যের শিকার হয়েছে। প্রথমত যে সকল শিশুরা বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায় না তারা বঞ্চনা বা বৈষম্যের শিকার হয়। অন্য একদল শিশু যারা বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে অথচ তারা প্রাথমিক শিক্ষার ন্যূনতম যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়, তারাও নানান কারণে বৈষম্যের শিকার হয়। যেমন- শ্রেণিকক্ষের অসম পরিবেশ, সহপাঠীদের নেতিবাচক আচরণ, শিক্ষকের মনোযোগের অভাব ও বৈষম্যমূলক আচরণ ইত্যাদি। এ সকল শিশুর মধ্যে রয়েছে প্রতিবন্ধী, অতি দরিদ্র পরিবারের শিশু, মেয়েশিশু, অপারগ বা পিছিয়ে পড়া শিশু। এ সকল শিশুদের উপযোগী ও চাহিদা অনুযায়ী শিখন-শেখানো পদ্ধতি প্রয়োগ করতে না পারার ক্ষেত্রে শিক্ষকের অভিজ্ঞতার ঘাটতি থাকার কারণে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েও তারা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।

এছাড়াও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম, যেমন খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ছবি আঁকা, সমাবেশ করা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় না বলে এ সকল শিশুরা বিদ্যালয়ে অনিয়মিত হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে এ অনিয়মিত শিশুরা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে। এ সকল শিশু পরিবার এবং সমাজ থেকেও বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়। মতবিনিময় সভার আলোচনা থেকে এ সকল বিষয় উঠে আসে।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীরা শিক্ষায় সম-অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বেশ কিছু করণীয় নির্ধারণ করেন। সেগুলো হলো:

- মতবিনিময় সভা থেকে অর্জিত শিখনসমূহ নিজ পরিবার, পাড়া-প্রতিবেশী এবং সমাজের সকলকে জানাতে হবে।
- শিশুর জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে প্রতিটি শিশুর জন্ম নিবন্ধন করানোর উদ্যোগ নিতে হবে।
- এলাকার সকল প্রতিবন্ধী, অতি-দরিদ্র ও দলিতশিশু, মেয়েশিশুসহ শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে।
- সকল শিশু যেন একই রকম পোশাক বা ইউনিফর্ম পরে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয় তার উদ্যোগ নিতে হবে।

এরপর ৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ নিউজলেটার ‘প্রয়াস’ নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকাটির মান উন্নয়নে মতামত প্রদানের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে যে কোনো ধরনের মতামত গণসাক্ষরতা অভিযান-এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

ডিএফআইডি-এর সহায়তায় ‘প্রত্যাশা’ প্রকল্পের আওতায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৫৮১৫৩৪১৭, ৫৮১৫৫০৩১-২, ৯১৩০৪২৭, ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org
www.facebook.com/campebd, www.twitter.com/campebd